

বন্দিত নরকে

হুমায়ূন আহমেদ





যখন হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয়, তখন আমি দৈনিক বাংলার একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। বইটি পড়ে আমার এত ভালো লেগেছিল যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি আমার কলামে সেই বইয়ের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করি। সেদিনই আমার মনে হয়েছিল, আমাদের কথাসাহিত্যে একজন নতুন কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। এরপর সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন এবং ইতোমধ্যে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্বেক হয় এবং কেউ কেউ বাঁকা উক্তিও করে ফেলেন। কিন্তু দেখা গেছে, অনেক উৎকৃষ্ট রচনাই অত্যন্ত জনপ্রিয়। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সস্তা চতুর্থশ্রেণীর লেখকদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি, সন্দেহ নেই, বিশাল পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেছেন, যা সাহিত্যের পক্ষে উপকারী। এ কথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, তিনি ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তির মর্যাদা পাবেন।

শামসুর রাহমান
দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ নভেম্বর ১৯৯৮



রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা ক'টিই বারবার বলছিল।

রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম তার ফরসা কান লাল হয়ে উঠেছে। সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকি-ঝুকি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'দাদা, একটু পানি খেয়ে আসি' বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। রুনু বারো পেরিয়ে তেরোতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা তার না বোঝার কিছু নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিল। হয়তো সে কেঁদেই ফেলত। রুনু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম, ছিঃ, রাবেয়া, এসব বলতে আছে? ছিঃ! এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস।

রাবেয়া আমার এক বৎসরের বড়। আমি তাকে তুই বলি। পিঠাপিঠি ভাই বোনেরা একজন আরেকজনকে তুই বলেই ডাকে। রাবেয়া আমাকে তুমি বলে। আমার প্রতি তার ব্যবহার ছোটবোন সুলভ। সে আমার কথা মন দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ ধরেই বালিশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিল। আমার কথায় তার ভাবান্তর হলো না। পুতুল তৈরি বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পা নাচাতে নাচাতে সেই নোংরা কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বলল। আমি চুপ করে রইলাম। বাধা পেলেই রাবেয়ার রাগ বাড়বে। গলার স্বর উঁচু পর্দায় উঠতে থাকবে। পাশের বাসার জানালা দিয়ে দু-একটি কৌতূহলী চোখ কী হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করবে।

রাবেয়া বলল, আমি আবার বলব।

বেশ।

কী হয় বললে?

আমি কাতর গলায় বললাম, সে ভারি লজ্জা রাবেয়া। এটা খুব একটা লজ্জার কথা।

তবে যে ও আমাকে বলল?

কে?

আমি বুঝতে পারছি রাবেয়া নিশ্চয়ই কথাগুলি বাইরে কোথাও শুনে এসেছে। কিন্তু রাবেয়াকে, যার বয়স গত আগস্ট মাসে বাইশ হয়েছে, তাকে সরাসরি এমন একটি কদর্য কথা কেউ বলতে পারে ভাবিনি।

আমি বললাম, কে বলেছে ?

আজ সকালে বলেছে।

কে সে ?

ঐ যে লম্বা ফরসা।

রাবেয়া সেই ছেলেটির আর কোনো পরিচয়ই দিতে পারবে না। আবারও রাবেয়া বেড়াতে বেরোবে, আবার হয়তো কেউ এমনি একটি ইতর অশ্লীল কথা বলে বসবে তাকে।



খোকা, তোর দুধ।

মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কাল রাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর। বাবা মাঝ রাত্তিরে আমার দরজায় ঘা দিয়েছিলেন। আমার ঘুমের ঘোর না কাটতেই শুনলাম, তোর কাছে অ্যাসপিরিন আছে খোকা ?

স্বপ্ন দেখছি এই ভেবে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মায়ের কান্না শুনলাম। মা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অল্প জ্বর, মাথাব্যথা, এতেই কাহিল।

বাবা আবার ডাকলেন, খোকা, তোর কাছে অ্যাসপিরিন আছে ?

তোশকের নিচে আমার ডাক্তারখানা। অ্যাসপিরিন, ডেসথ্রোটের এই জাতীয় ট্যাবলেট জমানো আছে। অন্ধকারেই আমি মাঝারি সাইজের ট্যাবলেট খুঁজতে লাগলাম। এ ঘরে আলো নেই। কোথাও যেন তার জ্বলে গেছে। রাতে হারিকেন জ্বালানো হয়। ঘুমোবার সময় রুঁ হারিকেন নিবিয়ে দেয়। আলোতে রুঁর ঘুম হয় না। বাবা বললেন—খোকা, পেয়েছিস ?

হঁ। কী হয়েছে ?

তোর মা'র জ্বর।

জ্বরে অ্যাসপিরিন কী হবে ?

খুব মাথাব্যথাও আছে।

অ।

তিনটি ট্যাবলেট হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই বারান্দায় লাগানো পঁচিশ পাওয়ারের বাল্বের আলো এসে পড়ল। কী বাজে ব্যাপার। একটিও অ্যাসপিরিন নয়। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, ঘরে দেশলাই রাখতে পারিস না ?

মনে পড়ল ড্রয়ারে একটি নতুন দেশলাই আর তিনটি ব্রিস্টল সিগারেট রয়েছে। সারাদিনে পাঁচটার বেশি খাব না ভেবেও সাতটা হয়ে গেছে। আর

এখন এই মধ্যরাতে একটা তো জ্বালাতেই হবে। কিছুক্ষণের ভেতরই একটা সিগারেট ধরাব, এতেই মনটা ভরে উঠল। বাবা অ্যাসপিরিন নিয়ে চলে গেলেন। দেশলাই জ্বালাতেই চোখে পড়ল রাবেয়া বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। প্রায় সমস্তটা শাড়ি পাকিয়ে পুঁটলি বানিয়ে বুকোর কাছে জড়িয়ে রেখেছে। শীতের সময় মশা থাকে না, মশারির আক্রমণ সেই কারণেই অনুপস্থিত। বাবার গলা শোনা গেল, নাও শানু, খেয়ে ফেল ট্যাবলেটটা।

আশ্চর্য! বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন। আমার লজ্জা করতে লাগল। বাবা আবার ডাকলেন, শানু, শানু।

শাহানা নামটাকে কী সুন্দর করে ভেঙে শানু ডাকছেন বাবা। আমার আর বাবার ঘরের ব্যবধানটা বাঁশের বেড়ার ব্যবধান। উপরের দিকে প্রায় দুহাত খানিক ফাঁকা। সামান্যতম শব্দের কথাও আমার ঘরে ভেসে আসে। আমি একটা চুমুর শব্দও শুনলাম।

আমার মাঝে মাঝে ইনসমনিয়া হয়। আমার তোশকের নিচে চারটা ভেলিয়াম-টু ট্যাবলেট আছে। কিন্তু আমি কখনো ভেলিয়াম খাই না। ঘুমের ওষুধ হার্ট দুর্বল করে। আমার বন্ধু সলিল ঘুমানোর জন্য দুটি মাত্র বড়ি খেয়ে মারা গিয়েছিল। তার হার্টের অসুখ ছিল। আমারও হয়তো আছে। আমার মাঝে মাঝে বুকোর বাম পাশে চিনচিনে ব্যথা হয়।

আমি হাজার ইনসমনিয়াতেও ঘুমের ওষুধ খাই না। মাঝে মাঝে এ জন্যে আমার বেশ অসুবিধা হয়। মাঝরাতে বাবা যখন 'শানু শানু এই শাহানা' বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে ওঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়। রাতের নাটকের সব ক'টি কথা আমার জানা। মা বলেন, আহা কর কী? ছি!

বাবা ফিসফিস করে কী বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন। আমি দুহাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি। নিজের বুকোর শব্দটা সে সময় বড় বেশি স্পষ্ট মনে হয়। কিছুক্ষণের ভিতরই আবার সব নীরব হয়। রুনা আর রাবেয়া ঘুমের ঘোরে বিজবিজ করে। টেবিল ঘড়ির টক টক টক টক শব্দ আবার ফিরে আসে। আমি টেবিলে রাখা জগে মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই।

বারান্দার এক পাশে দুটি হাসুহেনা গাছ আছে। মা বলেন হাছনা হেনা। দুটোই প্রকাণ্ড। রাতেরবেলায় তার পাশে এসে দাঁড়ালে ফুলের গন্ধে নেশার